দৈনিক সংবাদ

১২১

তারিখ ...04 JUN 1994 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

ইউনেস্কোর সুপারিশমালায় শিক্ষকদের অধিকার ও বর্তমান শিক্ষক আন্দোলন

এ, এন রাশেদা

'১৯৬৬' খৃষ্টাব্দে প্যারিসে ইউনেস্কো কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছিল শিক্ষকদের অধিকার সংক্রান্ত সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য "বিশেষ আন্তঃসরকারীয় সম্মেলন।" সেই সম্মেলনে কিছু সুপারিশ গৃহীত হয়েছিল, যা বাস্তবায়নের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষক সংগঠনসমূহ আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল প্রায় সকল দেশে তা বাস্তবায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে। কারণ একথা আজ সর্বজনবিদিত যে, শিক্ষা দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তাই বলা হচ্ছে মানব উন্নয়ন বিভাগ। শিক্ষা মানব উন্নয়ন সাধন করে সুসভ্য সমাজ গড়ে তোলে, সভ্যতাকে ধারণ, লালন ও বহন করে।

পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃত মানুষের ৫টি মৌলিক অধিকারের মাঝে অন্যতম একটি শিক্ষা। তাই নতুন নতুন চিন্তাভাবনা দ্বারা সমৃদ্ধ হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থা এবং অধিকতর মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হচ্ছে শিক্ষকসমাজ।

১৯৬৬-তে আমাদের ভূ-খন্ডে ছিল পাকিস্তানী সামরিক শাসন। '৭১-এ বহু শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীসহ ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদান ও নির্মম অত্যাচারের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। মুক্তিযুদ্ধে সেইসব শহীদ শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের আকাঙ্ক্ষা যে ছিল শত্রুমুক্ত স্বাধীন দেশে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়ার, অপমান আর নির্যাতনের হাত হতে মুক্ত হওয়ার; কিন্তু স্বাধীন ও মুক্ত স্বদেশে পুলিশের হাতে নিগৃহীত হবার জন্য তো নয়। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, সেইসব শহীদ শিক্ষকের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বাধীন দেশে বৈষম্যহীন বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবার, সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করবার, মর্যাদার সাথে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকবার।

'৭১ থেকে '৯৪— অনেকগুলো বছর। এর মাঝেও ঝরেছে অনেক রক্ত। সেই উনিশ উনসত্তরে ১৮ই ফেব্রুয়ারি শিক্ষক ডঃ শামসুজ্জোহার আত্মাহুতি যেমন করে একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছিল ঠিক তেমনিভাবে '৯১-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে অনেক শহীদের মাঝে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের তরুণ মেধাবী শিক্ষক ডাঃ শামসুল আলম মিলনের আত্মদান ন' বছরের সামরিক জান্তার অপশাসনেরও অবসান ঘটিয়েছিল।

তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক সেই সামরিক শাসক নেই তথাপি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের কাছে শিক্ষকদের কেন বলতে হচ্ছে 'অনুদান' নয়— বেতনের অংশ চাই। শিক্ষকদের ভিক্ষাদানের ধৃষ্টতা দেখানো হয় কেন, যা কলমের এক খোঁচাতেই বাতিল করা যায় তা ২৬ মাসেও কার্যকর হয় না কেন? '৯২ সালে শিক্ষকদের ১৫ দফার আন্দোলনের এক পর্যায়ে সরকার প্রধানকে বলতে শোনা গিয়েছিল— দেশে কয়েক লক্ষ বেকার যুবক আছে, কাজেই শিক্ষকরা কাজে যোগ না দিলে বেকারদের নিয়োগ দেয়া হবে। এবারও সেই উক্তি দু' একটি জেলার আমলারা করেছেন বলে জানা গেছে।

দেখা যাক, ১৯৬৬-র প্যারিস কনফারেন্সে গৃহীত সুপারিশসমূহের আলোকে বাংলাদেশের ... যৌক্তিকতা কতটুকু ... কলেবরের দিকে লক্ষ্য রেখে সামান্য ক'টি সুপারিশের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। সুপারিশমালার ৬ নম্বর সুপারিশে বলা হয়েছে : Teaching should be regarded as a profession. it is a form of public service which requires of teachers expert knowledge and specialized skills, acquired maintained through rigorous & continuing study : it calls also for a sence of personal & corporate responsibility for the education & welfare of the pupils in their charge— এখানে শিক্ষকতাকে একটি মহান পেশা হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে বলা হচ্ছে—এটা এক ধরনের জনসেবা, যার জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও সুদক্ষ নৈপুণ্য— যা একমাত্র অর্জিত ও রক্ষিত হয় ধারাবাহিক অধ্যয়ন ও কঠিন অধ্যবসায়ের মাধ্যমে। তাই সব শিক্ষককে বিদায় দিয়ে বেকার যুবকদের দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত করা যে সম্ভব নয় এবং এক স্তরের শিক্ষক দ্বারা অন্য স্তর পরিচালনা করাও যে সম্ভব নয়, একেবারে নিরবচ্ছিন্নভাবে অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়েই যে একজন শিক্ষক গড়ে ওঠে— এই বোধগুলো আমাদের সরকারের মাঝে যত শিগগির পরিলক্ষিত হয় ততই তা মঙ্গলজনক।

সামরিক জান্তা দীর্ঘদিন অগণতান্ত্রিকভাবে দেশ পরিচালনাকালে যে সব ক্ষত সৃষ্টি করেছে তা নিরাময় না করে বর্তমান গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার সেই ক্ষতসমূহকে বাড়িয়ে তুলছে। স্বৈরাচারের প্রাকটিস ছিল সর্বত্র গণবিচ্ছিন্ন পেটোয়া ও অনুগত বাহিনী গড়ে তুলে প্রকৃত সংগঠনের ও জনগণের দাবিকে পদদলিত করা— এই সরকারও তাই করে চলেছে। ব্যাপক শিক্ষকদের স্বীকৃত কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটিকে উপেক্ষা করে দাবির সঙ্গে সম্পর্কহীন অনুগতদের নিয়ে মতবিনিময় করে শিক্ষকদের ঘাড়ে একতরফা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা শিক্ষক সংগঠনকে অস্বীকার করারই সামিল। এই প্রসঙ্গে ইউনেস্কোর ৯ নম্বর সুপারিশের দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। বলা হচ্ছে : Teachers organisation should be recognised as a force which can contribute greatly to educational advance & which therefore should be associated with the ...tion of educational policy. ... নে একটি শক্তি ... য়েছে এবং শিক্ষার ... খতে পারে এবং ... নির্ধারণে অংশীদার করতে বলা হয়েছে সেখানে আমাদের দেশে শিক্ষক সংগঠনকে শুধুমাত্র অনুগত বাহিনীতে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে।

সুপারিশের ১০-এর 'ঘ' ধারায় শিক্ষাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ হিসেবে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, যেহেতু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শিক্ষা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ সেহেতু জীবনযাত্রার পরিবেশ উন্নয়নের গোটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনায় শিক্ষা পরিকল্পনা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত।

১০-ঞ সুপারিশে বলা হয়েছে— যেহেতু শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন বরাদ্দকৃত আর্থিক উপকরণের ওপর নির্ভরশীল সেহেতু সকল দেশে জাতীয় বাজেটের মধ্যে জাতীয় আয়ের একটি যথোপযুক্ত অংশ শিক্ষার প্রসারের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখার ক্ষেত্রে উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সুপারিশে অন্যত্র বাজেটের ৩০% এবং জাতীয় আয়ের ৭% বরাদ্দ করার সুপারিশ আছে। অথচ আমাদের জাতীয় বাজেটের ১৮% এবং জাতীয় আয়ের প্রকৃতপক্ষে ২.২% শতাংশের কম বরাদ্দ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ বলে।

শিক্ষকদের দাবি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি পদ শিক্ষকদের দ্বারা পূরণ করা হোক। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৪৩ নম্বর ধারার দিকে নজর দেয়া যাক- Post of responsibility in education, such as that of inspector educational administrator, director of education or other post of special responsibility should be given as far as possible to experienced teachers.

পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৪৪ নম্বর সুপারিশে বলা হচ্ছে, পদোন্নতির বেলায় শিক্ষকের যোগ্যতা বস্তুগত মূল্যায়নের ভিত্তিতে হতে হবে। শিক্ষক সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমেই এই পেশাগত যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারিত হবে এবং ৪৫ নং সুপারিশে বলা হয়েছে— শিক্ষকদের পেশাগত মান ও চাকরি যাতে স্বেচ্ছাচারভাবে ক্ষুণ্ন না হয় সে জন্য উপযুক্ত রক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ পেলেও যে প্রতিষ্ঠান সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয়ে স্বায়ত্তশাসিত হতে পারে, সেদিক নির্দেশনা করেই ৬১ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে— সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যপালনে শিক্ষকরা স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করবে এবং পাঠক্রম তৈরির ক্ষেত্রে পরবর্তী ধারায় বলা হয়েছে— নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা সহায়ক ... দের কাজে শিক্ষকগণ ও তাদের সং... করবে। ইউনেস্কোর সুপারিশমা... অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষিতই নন, সচেতন অংশ; তাই জাতি গঠনেও শিক্ষকদের ভূমিকা থাকা উচিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, শিক্ষকদের পেশার বিকাশ ও শিক্ষার মাধ্যমে জাতির সেবার সামগ্রিক স্বার্থে শিক্ষকদের সামাজিক ও জনসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশে একদিকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু রেখে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বদলির খড়গ রেখে তা সম্ভব নয়। ৮০ নম্বর ধারা আরও জোরের সাথে গুরুত্ব দিয়ে বলেছে, নাগরিক যে সকল অধিকার ভোগ করেন শিক্ষকদেরও সেই সমস্ত অধিকার ভোগের স্বাধীনতা থাকবে এবং তারা সকল প্রকার নির্বাচিত পদে (Public office) নির্বাচিত হওয়ার অধিকার পাবেন। ৮১ নং ধারা তেমনিভাবে পূর্বের রেশ ধরে বলেছে, যেখানে নির্বাচিত পদের দায়িত্ব পালনে সাময়িকভাবে বিরত থাকতে হবে— সেক্ষেত্রে পেশাগত প্রবীণতার ভিত্তিতে ও পেনশনের জন্য তাঁর চাকরি বহাল থাকবে এবং নির্বাচিত পদের মেয়াদ অতিক্রমের পর তিনি তাঁর পূর্বপদে অথবা সমমর্যাদার পদে পুনর্বহাল হতে পারবেন। বর্তমান শিক্ষক আন্দোলনের ১৫ দফার ১৩নং দফায় ইউনেস্কো ও আই, এল, ও'র সুপারিশমালা বাস্তবায়নের দাবি করা হয়েছে এবং চার দফায় বলা হয়েছে-১৫ দফার বাস্তবায়ন।

শিক্ষকদের বেতন এবং চাকরির শর্তাবলী প্রশ্নে ৮২ নং ধারায় বলা হয়েছে, শিক্ষক সংগঠনসমূহ ও শিক্ষক নিয়োগ কর্তাদের মধ্যে আলোচনার দ্বারা তা নির্ধারিত হবে। আর এই মুহূর্তে বাংলাদেশে শিক্ষক সংগঠন তাদের সম্মানজনক বেতন ও চাকরির নিরাপত্তা প্রশ্নে পুলিশ দ্বারা প্রহৃত হচ্ছে।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রশ্ন। যেহেতু এই মর্যাদা রক্ষার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ হচ্ছে প্রাপ্ত বেতন, তাই ইউনেস্কোর সুপারিশের ১১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, শিক্ষকদের মর্যাদা যে সকল কারণ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় তার মধ্যে বেতনের বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে অন্য যে সকল কারণ এ জন্য দায়ী, যেমন তারা যে মর্যাদা ও সম্মান পান এবং তাদের কাজকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয় তা অন্যান্য পেশার ন্যায় তাঁরা কোন্ অর্থনৈতিক অবস্থানে রয়েছেন তার ওপর নির্ভর করে।

শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন দানের প্রশ্নটি কেন গুরুত্বপূর্ণ এবং তাতে সমাজের কোন্ কোন্ দিক প্রতিফলিত হয় তার ওপর জোর দিয়ে ১১৫ নং সুপারিশে বলা হয়েছে যে, শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণে (i) সমাজে শিক্ষকতা কাজের গুরুত্ব প্রতিফলিত হবে এবং এই পেশায় প্রবেশের পর থেকে তাদের ওপর যে সকল দায়িত্ব অর্পিত হয় তার প্রতি গুরুত্বও বৃদ্ধি পাবে; (ii) অনুরূপ অথবা সমযোগ্যতাসম্পন্ন অন্য পেশাজীবীদের বেতনের সুসামঞ্জস্য হবে; (iii) বেতন এইরূপ হবে যাতে তাঁর ও তাঁর পরিবারের জীবনযাত্রা ...র জন্য অথবা সংস্কৃতিমূলক ক্রিয়াকলাপে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং এর ফলে তার পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারেন।

'৯২তে নতুন পে-স্কেল বাস্তবায়নের সময় সরকার শিক্ষকদের ঐ স্কেল দিতে অস্বীকার করেছিল এবং শিক্ষকরা নতুন পে-স্কেলের দাবিতে আন্দোলনে গেলে সরকার আড়াই লক্ষ বেকার যুবকদের শিক্ষকতায় নিয়োজিত করে শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করার হুমকি দিয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ইউনেস্কোর ১২৩(i) ধারা স্মরণ করা যাক—এখানে বলা হচ্ছে, শিক্ষকদের বেতন স্কেল সময় সময় পুনঃ নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, অধিক উৎপাদনের ফলে জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধি অথবা বেতনের সাধারণ বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে।

এবার ১২৫ নং ধারার দিকে লক্ষ্য করা যাক। এখানে বলা হয়েছে- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রকারভেদ নির্বিশেষে সকল শিক্ষক একই অথবা একই ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবেন। নিয়মিতভাবে নিয়োজিত শিক্ষকরা, অবকাশহীন অথবা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেও এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন না।

অবসরভাতা সম্পর্কিত ইউনেস্কোর সুচিন্তিত সুপারিশ ১৩৪ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। অবসরভাতা চূড়ান্ত আয়ের সাথে এমনভাবে সম্পর্কিত হবে, যাতে শিক্ষকরা উপযুক্ত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে পারেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বর্তমানে শিক্ষকদের ১৫ দফা দাবির মধ্যে ১০ নং দাবি হচ্ছে বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং পেনশনের ব্যবস্থা চালু করার দাবি। দীর্ঘ ২০ মাসের আলোচনার ফল হিসেবে এই দাবিও কিন্তু সরকার পক্ষ নাকচ করে দিয়েছে— তারপরও কিন্তু শিক্ষকরা ঐ দাবি ছেড়ে দিয়ে ১৫ দফার শুধু সুপারিশগুলোই বাস্তবায়নের দাবি করে আসছিলেন।

১৯৬৬ থেকে ১৯৯৪। পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে। ইউনেস্কোর এইসব সুপারিশ আরও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তাও হয়ত দেখা দিয়েছে। আরও উল্লেখ্য যে, ইউনেস্কো কর্তৃক জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশসমূহের সরকারি প্রতিনিধিদের এই সুপারিশমালা স্কুল শিক্ষকদের জন্য প্রণীত হয়েছিল, কিন্তু আমাদের দেশে সকল বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও তা পরিপূর্ণভাবে পালিত হয় না আর কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকরাও এই দাবি উত্থাপন করলে দীর্ঘ ২৬ মাস সময় ব্যয়িত হয়, শিক্ষার্থীকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, অভিভাবকদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং শিক্ষকদের লাঞ্ছিত-অপমানিত হতে হয়।

ইউনেস্কোর সুপারিশমালার আলোকে শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার আন্দোলন যৌক্তিকতার দাবি রাখে কিনা— দেশবাসীকে তা আজ গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে; নতুবা উত্তরণের পথ নেই। শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন ছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন নেই আর শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া দেশ ও জাতির উন্নয়ন কিছুতেই যে সম্ভব নয়— তা আজ দিবালোকের মতই স্পষ্ট।